অধ্যায় ১ : অনুবাদ বিদ্যার পরিচয়

বিন্যাসক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচয়
১.৩ অনুবাদ তত্ত্ব
১.৪ অনুবাদচর্চার কারণ
১.৫ প্রকরণ প্রণালী
১.৬ অনুবাদের প্রয়োগ
১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.৮ অতিরিক্ত পঠন
১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠে আপনি—

- অনুবাদ কী সেই সম্পর্কে অবগত হবেন।
- অনুবাদচর্চার গুরুত্ব এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অনুবাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.২ পরিচয়

বিভিন্ন সভ্যতায় প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিনিময়ে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাদামাটির ফলকে লেখা অনুবাদের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলো মেসোপটেমিয়ার আশুরবানিপল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এই গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 'গিলগামেশের মহাকাব্য'ও সংরক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন মিশরের রোজেটাস্টোনে মেমফিসের একটি মন্দিরের পুরোহিতরা তেরো বছর বয়সী পঞ্চম টলের রাজ্যাভিষেকের বর্ষপূর্তিতে যে শুভেচ্ছাবার্তাটি লেখেন সেই শুভেচ্ছাবার্তাটি হায়ারোগ্লিফিক, ডেমোটিক এবং প্রাচীন গ্রিক এই তিনটি ভিন্ন লিপিতে খোদাই করা ছিল। এই সব নিদর্শন থেকে নিশ্চিত বলা যায় যে আদি কাল থেকেই মেসোপটেমিয়ায় অনুবাদের চর্চা এবং বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাহিত্য ও জ্ঞান বিনিময়ের ব্যাপারটি ছিল। সাধারণ অর্থে অনুবাদ বলতে কোনো পাঠের ভাষান্তর প্রক্রিয়াকে বোঝালেও মূলত অনুবাদ শব্দটির অর্থ বহুমাত্রিক। সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত 'অনুবাদ'

শব্দটিকে দু'টি ভাগ করা যেতে পারে। "অনু" এবং "বাদ"। অনু অর্থ অনুসরণ এবং বাদ অর্থ বলা বা ভাষ্য। অর্থাৎ অনুবাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসরণ করে বলা অথবা একজন বলার পর পুনঃকথন প্রক্রিয়া। এই পুনঃকথন প্রক্রিয়ায় ভাষার পাশাপাশি প্রতিটি শব্দের অন্তরালে থাকা একটা সমাজের শিল্প সংস্কৃতি বিশ্বাস রীতি নীতিরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। ভারতে অনুবাদচর্চা একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী, যেখানে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও জ্ঞানকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ভারতবর্ষে অনুবাদকে জ্ঞানভাষা, সংস্কৃতি এবং বিনিময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সার্থক অনুবাদ শুধুমাত্র ভাষান্তর প্রক্রিয়া মাত্র নয়; সেখানে পাঠ নির্দিষ্ট স্থান কালের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন ঘটে যা বহুভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সেতু রচনা করে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে সক্রিয় ছিলেন। যার ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্য–সংস্কৃতিতে ব্যাপক ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে, গড়ে ওঠে এক নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা। এই নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পেছনে সক্রিয় ছিল ব্যাপক অনুবাদ চর্চা। অনুবাদের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরেজি থেকে অনুবাদ ও গ্রন্থ রচনা মধ্য দিয়ে । ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর 'মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত' ইংরেজি থেকে করা প্রথম অনুবাদ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলা ভাষার প্রথম অনুবাদমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তীতে প্রমথ চৌধুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বিশ্বাসী ছিলেন। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন। ১৯১৭ সালে তাঁর 'অনুবাদচর্চা' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, অনুবাদের মাধ্যমে দুই ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করা যায় এবং এটি ভাষা শিক্ষার একটি কার্যকর পদ্ধতি। 'তিনি আরও বলেন, 'দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষার মধ্যে কথায় কথায় অনুবাদ চলতেই পারে না... এই জন্যে অনুবাদের যোগে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রণালীকে আমি প্রশস্ত বলে মনে করি। 'উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও বেশ কিছু গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছিল। এই শতকের শুরুর দিকে কালিদাসের 'রঘুবংশম', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'মেঘদূতম্', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের অংশ ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তীয় অঞ্চলের ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

১.৩ অনুবাদ তত্ত্ব

অনুবাদ প্রক্রিয়ায় মূল যে ভাষার পাঠ থেকে অনুবাদ করা হয় সেই পাঠকে (উৎস-পাঠ Source Text) এবং যে ভাষায় অনুদিত হয় সেই ভাষার পাঠটিকে উদ্দিষ্ট পাঠ (Target Text) বলে অভিহিত করা

হয়। অনুবাদ শুধুমাত্র উৎস-পাঠের ভাষার পুণর্বিন্যাস করে না, সেই ভাষা-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ধারণা, সংস্কৃতিও যথা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে উদ্দিষ্ট পাঠের ভাষায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সমস্ত পাঠই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং সময়ের স্বাক্ষর বহন করে। পরবর্তীতে, অনুবাদক যখন অন্য ভষায় ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেই পাঠকে অনুবাদ করতে শুরু করেন, তখন সেই অনুবাদের মধ্য দিয়ে উৎস-পাঠের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা ছড়িয়ে পড়ে উদ্দিষ্ট পাঠের সংশ্লিষ্টতায়। প্রতিস্থাপিত হয় নতুন স্থান কালের প্রেক্ষাপটে। অ্যাঁদ্রে লেভেডেরে প্রথম অনুবাদ চর্চাকে বিদ্যাচর্চার এক স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দাবী করেন। মানবিক বিদ্যার নানা দিক নিয়ে গড়ে ওঠা Translation Studies নামের এই শাখার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় অনুবাদচর্চার এক নতুন অধ্যায়। অনুবাদ মূলত এক পুনর্লিখন পদ্ধতি। উৎস-পাঠ থেকে উদ্দিষ্ট পাঠে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সেই পুনর্লিখন পদ্ধতিটি। পাঠকসমাজে অনুবাদচর্চায় পুনর্লিখনের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাৎপর্য বহুমুখী এবং সতত পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন তত্ত্বের আলোকে সাহিত্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সেইগুলোর সাথে পরিবর্তিত হয়েছে অনুবাদতত্ত্বেরও।

রেনেসাঁ পূর্ববর্তী সময়ে দেখা যায় অনুবাদকেরা প্রবলভাবে মূলপাঠ-অনুসারী ছিলেন। উৎস পাঠের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র পাঠ-সৃষ্টি সেই সময়ে অনুবাদকদের অভীষ্ট ছিল না। আবার আঠারো শতকের অনুবাদ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় মূল পাঠে নির্মিত সত্তার বিপরীত রূপকল্প সৃষ্টির ঝোঁক বা প্রবণতা। উনিশ শতকে সেই প্রবণতা হয়ে পড়ে কিছুটা নারী চেতনামুখী। বিয়ে এবং যৌনতা সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক শব্দে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে ব্যাপক। রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে অনুবাদ অধ্যয়ন ইউরোপ কেন্দ্রিকেতা পরিহার করে এক স্বতন্ত্র অবস্থানে নিজস্ব বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলে। এই বিষয়টি বাংলা সাহিত্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মধ্যযুগের সংস্কৃত রামায়ণ ভিন্ন সময়, রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতায় কৃত্তিবাসের শ্রীরামপাঁচালী এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে পুনর্লিখিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। আবার উনিশ শতকে মধুসূদনের চেতনায় এই আখ্যানের পুনর্বিন্যাস ঘটে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে। অনুবাদ প্রক্রিয়ায় চেতনার এই পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বাল্মীকি ব্যাস, কালিদাস কিংবা হোমার দান্তে সফোক্লিসের রচনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে গৃহীত হয়ে চলেছে পাঠক সমাজে। এই বিষয়ে বিপরীত ধারণাও পোষণ করেন অনেকে। লরেন্স ভেনুটির মতে— "The original text is eternal, the translation dates. The original is an unchanging monument of the human imagination, transcending the linguistic, cultural, and social changes of which the translation is a determinate effect"

অর্থাৎ, ভেনুটির মতানুযায়ী দেখা যাচ্ছে উৎস পাঠের তুলনায় উদ্দিষ্ট পাঠ অনেক বেশি সীমাবদ্ধ। কারণ যতটুকু স্বাধীনভাবে লেখক মূল পাঠ রচনা করেন উদ্দিষ্টপাঠ রচয়িতা সেই স্বাধীনতা পান না। তাঁকে মূল রচয়িতার অনুসারী হতে হয়। নিজস্ব কল্পনা, অভিব্যক্তি মতাদর্শ প্রকাশের পূর্ণ পরিসর সেখানে নেই। সেদিক থেকে অনুবাদকে তিনি বলেছেন "an image without resemblance."

কেউ কেউ আবার অনুবাদ প্রক্রিয়াকে উৎস পাঠের সম্প্রসারণ বা সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ বলে মনে করেন । অনুবাদকের মূল পাঠ অনুসরণের আপাত দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়েও তাঁরা বিশ্বাস করেন সার্থক অনুবাদক তাঁর সংবেদনশীলতার সূক্ষ্মতায় মূলানুগত্য অক্ষুন্ন রেখেও উদ্দিষ্ট পাঠে প্রতিষ্ঠা করেন

নিজস্ব মৌলিকতার পরিসরটি। পাঠককে উপহার দেন এক স্বচ্ছন্দ নতুন পাঠ অভিজ্ঞতা। এই বিষয়ে অক্টাভিও পাজের বক্তব্য অভিনব। তিনি বলেন—"Every text is unique and at the same time it is the transmission of another text. No text is original because language itself, in its essence is already a translation" পাজের বক্তব্য অনুসারে বলা যায় মৌলিকতা বিচারে প্রতিটি পাঠকৃতিই আসলে অন্য কোনো পাঠকৃতির চেতনা এবং উপলব্ধির নির্যাস। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলানুগত্য ও স্বাতন্ত্র্যের সুচারু যুগলবন্দীতেই নিহিত থাকে তার সার্থকতার চাবিকাঠিটি। মূল পাঠের শব্দকে ঘিরে নৈঃশব্দের যে বৃত্ত থাকে অনুবাদক সেই নৈঃশব্দকে বাগ্‌ময় করে তোলেন তাঁর অনুবাদে। গ্রহণ বর্জন এবং পরিমার্জন এই তিনের সঠিক মাত্রাজ্ঞানেই গড়ে ওঠে উদ্দিষ্ট পাঠের সংবেদনশীলতা। অনুবাদের প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে এভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে, আক্ষরিক অনুবাদতত্ত্ব (Literal Translation Theory) যে অনুবাদ পদ্ধতিতে প্রতিটি শব্দকে তার প্রতিশব্দ-প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা হয় সেই পদ্ধতিকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে বাক্য-গঠনপ্রণালীর কোনো পরিবর্তন হয় না এবং অর্থগত পরিবর্তনও কম হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরণের অনুবাদে অনেক সময় উদ্দিষ্ট পাঠের অর্থ অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে।

- অর্থগত অনুবাদতত্ত্ব (**Semantic Translation Theory)**
  সাহিত্য ও কবিতা অনুবাদের জন্য আদর্শ অর্থগত অনুবাদে মূল ভাষার ভাব ও ব্যঞ্জনা ধরে রাখা হয়। এই ধরণের অনুবাদে শব্দের অর্থ ও প্রসঙ্গকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।এই জতীয় অনুবাদ মূল পাঠের সামগ্রিক অর্থ ও ভাব ধরে রেখে অনুবাদ করে, নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যের উপর নির্ভর করে না।

- যোগাযোগমূলক অনুবাদতত্ত্ব (**Communicative Translation Theory)**
  এই জাতীয় অনুবাদ মূলত বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও প্রচারণামূলক অনুবাদের জন্য উপযোগী যেখানে বাক্যের মূল বার্তা সহজ ভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের কাছে বোধগম্য ও কার্যকর করে তোলাই এই অনুবাদের মূল লক্ষ্য। এই ধরণের অনুবাদে সহজ-উপস্থাপনের জন্য মূল বাক্যের পরিমার্জনে কখনও কখনও মূল ভাষার গঠন হারিয়ে যায় ।

- গতিশীল সমতুল্যতা তত্ত্ব (**Dynamic Equivalence Theory)**
  এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হল অনুবাদের মাধ্যমে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা, যা মূল পাঠের পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি হয়, যার ফলে অনেকক্ষেত্রে মূল ভাষার শৈলী ও কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায় । ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

- সাংস্কৃতিক অনুবাদ তত্ত্ব (**Cultural Translation Theory)**

এই তত্ত্ব অনুসারে, অনুবাদের সময় কেবল ভাষা নয়, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি স্থানীয় ভাষার প্রভাবকেও বিবেচনা করা হয়। সাহিত্যও ঐতিহ্যবাহী পাঠের অনুবাদে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অনুবাদ মূলত স্থান এবং সময়ের মধ্য দিয়ে একটি বিশাল যাত্রা যার মাধ্যমে একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষাতে বা একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সহজেই বিচরণ করা যায়। এবং এটি এমন একটি যাত্রা যা স্থান ও কাল অতিক্রম করে। স্রষ্টার তৈরি একটি পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। অন্য কথায়, প্রতিটি পাঠই তার নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরবর্তীতে সময়ের স্বাক্ষর বহন করে সেই সংস্কৃতিতেই প্রভাব বিস্তার করে। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে, অনুবাদক যখন অন্য ভাষার ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানানসই পাঠ্যটিকে অনুবাদ করতে শুরু করেন, তখন তার অনুবাদ স্থান ও সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে একটি পরিবহনে পরিণত হয় যেখানে উৎস পাঠ্যটি পুনর্নির্মাণ করা হয়, সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমানা ভেঙ্গে। উৎসপাঠের 'আত্মা'কে তার স্থান, সময় এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে তুলে এনে ভিন্ন স্থান, সময় এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে।

আসুন জেনে নিই

1. অ্যাঁদ্রে লেভেডেরে প্রথম অনুবাদ চর্চাকে বিদ্যাচর্চার এক স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দাবী করেন ১৯৭৬ সালে।
2. প্রাচীন মিশরের 'রোজেটা স্টোন' খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬ নির্মিত হয়েছিল।
3. উইলিয়াম কেরি রচিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।

অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

১। অনুবাদ তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন । (২০০ শব্দের মধ্যে)

১. ৪ অনুবাদ চর্চার কারণ

জার্মান মহাকবি গ্যেটে ১৮২৮ সালে লিখেছিলেন, 'অনুবাদক হলেন তার নিজের জাতির দেবদূত।' তিনি বিশ্বাস করতেন, সমস্ত সাহিত্যই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগে ভাবের আদান প্রদানে সজীব সতেজ থাকে না হলে শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে হয়ে ওঠা সুনিশ্চিত। বর্তমান সময়ে অনুবাদচর্চা মূলত সংযোগের সেতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অনুবাদ। বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক উপাদানগুলিকে আত্মস্থ করে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় নিজেদের পরিসরটি। প্রতিটি দেশের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঘরানা রয়েছে। সেই ঘরানার ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন সৃষ্টি

শৈলী নির্মাণে অনুবাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মতো বহুজাতিক দেশে যেখানে অজস্র ভাষাভাষি মানুষ তাঁদের কৃষ্টি সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে পাশাপাশি সহাবস্থান করেন সেখানে পারস্পরিক ঐক্যবোধেও অনুবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সময়ে অনুবাদ চর্চার বিভিন্ন কারণ নিয়ে আলোচনা করার আগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদচর্চা উদ্ভবের কারণগুলো যদি আমরা সন্ধান করি তাহলে দেখি, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ চর্চা শুরুর মূলে যে কয়েকটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে ধরা হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি সংকটের মুখোমুখি, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত-পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়।

দ্বিতীয় আরেকটি মতে, গৌড়ের সুলতানরা তাঁদের রাজসভার পণ্ডিতদের কাছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ জানালে এসব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় মতে, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনির সাহিত্যরসে মুগ্ধ হয়ে কবিরা সেগুলির অনুবাদ করেছিলেন। চতুর্থত, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে বাস করে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের পাঠ কোনো লেখক কিংবা পাঠকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ভাষা। একজন পাঠক একটা সীমিত সংখ্যক ভাষাতেই পারদর্শী হতে পারেন, তাঁর পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই একই সঙ্গে দক্ষ হয়ে ওঠা অসম্ভব। ভাষার এই অন্তরায় দূর করে বিশ্বসাহিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের পাঠজগতে অবাধ করে দিতে পারে যে মাধ্যম তা হচ্ছে অনুবাদ। এ তো গেল বাংলা সাহিত্যে অনুবাদচর্চা শুরুর কারণগুলো। এবার অনুবাদের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যায় বর্তমান সময়ে অনুবাদচর্চার পরিসরটি ব্যাপক বিস্তৃত। সূত্রাকারে এভাবে বলা যেতে পারে—

কারণ	উপযোগিতা
ভাষাগত সংযোগ স্থাপন	বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুবাদ অপরিহর্য। বহুভাষিক বিশ্বে মতবিনিময় ও বোঝাপড়ার জন্য অনুবাদ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ নির্মাণ এবং ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সাহায্য করে অনুবাদ।
জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার	বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিশ্বব্যাপী বিস্তারে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার বই, এবং গবেষণাকে সহজলভ্য করতে অনুবাদ বিশেষ কার্যকরী।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়	বিশ্বসাহিত্যের মহৎ রচনাগুলো অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার পাঠকদের কাছে পৌঁছে যায়। সমৃদ্ধি ঘটে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে।
ধর্ম ও দর্শনের প্রচার	ধর্মীয় গ্রন্থ ও দর্শন অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বেদ, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেল, ত্রিপিটক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যা ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেছে।
রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রয়োজনে	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক আলোচনা ও চুক্তিতে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতিসংঘ, ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম অনুবাদের মাধ্যমেই বহুভাষিক হয়ে থাকে।
অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে	বহুজাতিক কোম্পানি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার বাজারে প্রবেশ করতে অনুবাদ অপরিহার্য। পণ্য, বিপণন, বিজ্ঞাপন, আইনি দলিল প্রভৃতি অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর হয়।
প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন	সফট্ওয়্যার, ওয়েবসাইট, ম্যানুয়াল ইত্যাদির অনুবাদ প্রযুক্তির সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করে।ও কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিনট্রান্সলেশন, এবং মাল্টিলিঙ্গুয়াল যোগাযোগে অনুবাদ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
মানবাধিকার ও আইনি প্রয়োজনে	শরণার্থী, অভিবাসন, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আইনি নথি ও প্রতিবেদন অনুবাদ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি।
গণমাধ্যম ও বিনোদন শিল্পে	বিশ্বজুড়ে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে মানুষের সংযোগস্থাপন করতে সহায়তা করে। সিনেমা, নাটক, সংবাদ ও অন্যান্য গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু উপশিরোনাম (subtitles), ডাবিং ও স্ক্রিপ্ট অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার সংরক্ষণ ও প্রচারে	ভারতের বহুভাষিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন লোকগাথা, ধর্মীয়গ্রন্থ, ঐতিহ্য ও শাস্ত্র অনুবাদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, তামিল, বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার ঐতিহ্য অনুবাদের মাধ্যমেই টিকে আছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে,শুধু ভাষা নয়, দেশ-কালের দূরত্ব ঘোচাতেও অনুবাদ এক কার্যকরী মাধ্যম। প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মগুলিকে সমকালীন সময়ের সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজটিও সম্ভব হয়ে থাকে অনুবাদের মাধ্যমে। সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম যে ভাষা সেই ভাষা কখনই স্থিতিশীল

থাকে না। কালের দৃষ্টিভঙ্গী এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় তার ভাষাও। পালটে যাওয়া নতুন ভাষা দাবী করে পুরোনো অনুবাদের নতুন করে অনুবাদ । ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় গ্রিক ও ল্যাতিন সাহিত্যের অনুবাদ প্রতি যুগেই হয়ে আসছে নতুন নতুন আঙ্গিকে এবং যার ফলে সম্বৃদ্ধ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ভাষাটি । মূলত অনুবাদকরাই সাহিত্যের বিপুল অতীত- ঐশ্বর্যকে রক্ষা করে চলেছেন, বর্তমান পাঠকের সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচিত করে দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য সংরক্ষিত করে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদচর্চা উদ্ভবের কারণগুলো আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১.৫ প্রকরণ প্রণালী

অনুবাদকর্ম কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকরণ প্রণালী অন্তর্গত নয়। কারণ প্রতিটি ভাষার বাক্যতত্ত্ব, বাগ্‌ধারা, বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দের প্রকৃতি, পদান্বয় পদ্ধতির ব্যবহার আলাদা আলাদা। অনুবাদক তাই মূলত শব্দের স্তর, অন্বয়ের স্তর, এবং শব্দার্থের স্তর বিবেচনা করে অনুবাদের সঠিক কৌশল নির্বাচন করে উৎস পাঠের প্রতিটি ভাষাগত উপাদানকে যথাযথ ভাবে উদ্দিষ্ট পাঠে প্রকাশ করেন। অনুবাদের অজস্র প্রকরণ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃতগুলি হচ্ছে,

- যোগাযোগমূলক অনুবাদ (Communicative Translation)
  এই অনুবাদ পদ্ধতিতে মূল বার্তাটি এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে লক্ষ্য-পাঠক সহজেই বুঝতে পারে।
- প্রবাদগত অনুবাদ (Idiomatic Translation)
  এখানে বাগধারা ও প্রবাদ সমূহ এমনভাবে অনুবাদ করা হয় যাতে মূলপাঠের একই অর্থ ও ভাব বজায় থাকে।
- প্রযুক্তিগত অনুবাদ (Technical Translation)

এই অনুবাদে প্রযুক্তিগত নথি, যেমন নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল এবং প্রযুক্তিগত ডকুমেন্ট অনুবাদ করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

•সাহিত্যানুবাদ (Literary Translation)

সাহিত্যানুবাদে উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি অনুবাদ করা হয়, যেখানে লেখকের শৈলী, সুর এবং ভাব বজায় রাখা হয়।

- যন্ত্র অনুবাদ (Machine Translation)
  এটি একটি স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ পদ্ধতি যেখানে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়, তবে প্রায়ই সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- দৃষ্টিগত অনুবাদ (Sight Translation)
  এই পদ্ধতিতে কোনো লিখিত পাঠকে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই মৌখিক ভাবে অনুবাদ করা হয়।
- প্রত্যাবর্তনমূলক অনুবাদ (Back Translation)
  এটি একটি যাচাইকরণ পদ্ধতি যেখানে অনূদিত পাঠটিকে আবার মূলভাষায় অনুবাদ করা হয়, যাতে পূর্বের অনুবাদের যথার্থতা নিশ্চিত করা যায়।

এই পদ্ধতিগুলো পরস্পর নির্ভরশীল এবং অনুবাদ করা অনুবাদের উৎকৃষ্টতা রক্ষা করার জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। এবার আসা যাক অনুবাদের বিভিন্ন প্রণালী সন্ধানে। অনুবাদ কখনই কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী অনুসরণ করে হয় না। বিষয়, লক্ষ্য, উপযোগিতা ইত্যাদি বিচার করে প্রণালী নির্ধারিত হয়ে থাকে অনুবাদের। সেই রকম বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হচ্ছে,

- প্রতিস্থাপন (Transposition)

  এই প্রণালীতে মূল পাঠের বাক্যের কাঠামো সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে অনুবাদ করা হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় , ইংরেজি বাক্যের Active voice কে Passive voice-এ পরিবর্তিত করা হয়। যেমন, ইংরেজি Active voice বাক্য "The teacher explained the lesson" বাংলা অনুবাদে Passive voice এ " পাঠটি শিক্ষক ব্যাখ্যা করলেন" যথাযথ।

- সমার্থক প্রতিস্থাপন (Substitution)

  মূল পাঠের ব্যবহৃত শব্দ অনুবাদে শব্দটির সঙ্গে ভাবগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা। যেমন ইংরেজি বাক্য " Once in a blue moon' বাংলায় "চাঁদে যেদিন গঙ্গাস্নান" ।

- সংক্ষেপন ও সম্প্রসারণ (Condensation and Expantion)

  উৎস পাঠের বক্তব্য যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার জন্য উদ্দিষ্ট পাঠে প্রয়োজন অনুসারে মূল পাঠের সবিস্তার ব্যাখ্যা কিংবা সংক্ষিপ্ত করা হয়ে থাকে। যেমন— "The sun was setting. The sky was turning red. Birds were flying back to their nests" এই তিনটি ইংরেজি বাক্যকে "সূর্যাস্তের লাল আকাশে পাখিরা নীড়ে ফিরতে লাগল এই একটি বাক্যে অনুবাদ করা যায়। আবার বাক্য "The Renaissance changed Europe" এই একটি বাক্যের অর্থ বাংলায় যথাযথ ভাবে প্রকাশ বা অনুবাদ করতে "The Renaissance" সম্পর্কে

পাঠককে কিছুটা ধারনা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে যা একটি বাক্যে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে সঠিক অনুবাদে বাক্যের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা (Consistency Maintenance)

উৎস পাঠে ব্যবহৃত কোনো বিশেষ শব্দ বা পরিভাষা একাধিকবার ব্যবহার হলে প্রতিবার একই শব্দের মাধ্যমে অনুবাদ বাঞ্ছনীয় ।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। অনুবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী উদাহরণসহ লিখুন । (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৬ অনুবাদের প্রয়োগ

আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ভাষার মানুষদের মধ্যে পারিবারিক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে সহজ করতে অনুবাদ অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম। এছাড়াও সামাজিক সংযোগ, বৈশ্বিক বোঝাপড়া, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রেও অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুবাদ মানুষের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, কারণ এটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ দেয় যার ফলে বিশ্ব আরও সংযুক্ত ও সহমর্মিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়াও আধুনিক জীবনে সংখ্যালঘু ভাষা ও উপভাষাগুলোর প্রচার ও স্বীকৃতিতে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ভাষাসংরক্ষণ এবং মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

অনুবাদ প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে—

- সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Arts)

সাহিত্যকর্ম, কবিতা এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম অনুবাদের মাধ্যমে বিস্তৃত পাঠকের কাছে পৌঁছায়, যা সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বোঝাপড়াকে প্রসারিত করে। অনুবাদ সাহিত্যকর্ম, ঐতিহাসিক দলিল ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে বিস্তৃত পাঠকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে, যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- আন্তর্জাতিক ব্যবসা (International Business)

অনুবাদ বৈশ্বিক ভাবে পরিচালিত ব্যবসার জন্য অপরিহার্য, যা ক্রেতা , অংশীদার এবং কর্মীদের সঙ্গে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা পেরিয়ে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে।

- কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Diplomacy and International Relations)

সঠিক অনুবাদ কূটনৈতিক চিঠিপত্র, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সরকারের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- শিক্ষা ও গবেষণা (Education and Research)

অনুবাদ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে জ্ঞান ও গবেষণা তথ্য আদান-প্রদানকে সহজ করে, যা বৈশ্বিক সহযোগিতা ও একাডেমিক অগ্রগতিতে সহায়ক হয়।

- স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা গবেষণা (Healthcare and Medical Research)

স্বাস্থ্যসেবায় অনুবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, গবেষণার ফলাফল এবং রোগীদের তথ্য সঠিকভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ নিশ্চিত করে।

- পর্যটন ও আতিথেয়তা (Tourism and Hospitality)

পর্যটকদের বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতি বুঝতে সাহায্য করার পাশাপাশি দেশের আতিথেয়তা বিভাগগুলিকে আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য আরও উপযোগী করে তোলে।

- গণমাধ্যম ও বিনোদন (Media and Entertainment)

ফিল্ম, টেলিভিশন শো এবং অন্যান্য গণমাধ্যম সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বিনোদন শিল্পের অংশ হয়ে উঠতে অনুবাদ বিশেষ সহায়তা করে।

- সরকারি পরিষেবা (Government Services)

অনুবাদ অভিবাসন, আইন প্রয়োগ এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মতো সরকারি পরিষেবাগুলোকে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জন্য সহজলভ্য করে তোলে।

- ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Personal Communication)

অনুবাদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভাষাগত বাধা দূর করে, যা পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সহজ করে তোলে।

এই সমস্ত প্রয়োগ থেকে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ, বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

জানে রাখ ভালো

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুর্কি আক্রমণকে অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। অনুবাদ প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।(২০০শব্দের মধ্যে)

১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিনিময়ে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
- অনুবাদে ভাষার পাশাপাশি প্রতিটি শব্দের অন্তরালে থাকা একটা সমাজের শিল্প সংস্কৃতি বিশ্বাস রীতিনীতিরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।
- ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ প্রণালী অনুবাদের বিভিন্ন পরিসরের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
- সামাজিক সংযোগ, বৈশ্বিক বোঝাপড়া, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১.৮ অতিরিক্ত পঠন

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪০ সাল); অনুবাদ-চর্চা; কলিকাতা: বিশ্বভারতী- গ্রন্থালয়
- ভট্টাচার্য, তপোধীর (১ লা নভেম্বর ২০২০); প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; কলকাতা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ
- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম
- রমাকান্ত দাস ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অনুবাদতত্ত্ব ও গণজ্ঞাপনবিদ্যা

১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। অনুবাদ প্রক্রিয়ায় মূল যে ভাষার পাঠ থেকে অনুবাদ করা হয় সেই পাঠকে উৎস-পাঠ Source Text) এবং যে ভাষায় অনুদিত হয় সেই ভাষার পাঠটিকে উদ্দিষ্ট পাঠ (Target Text) বলে অভিহিত করা হয়। এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৩ অংশ)

২। জার্মান মহাকবি গ্যেটে ১৮২৮ সালে লিখেছিলেন, 'অনুবাদক হলেন তার নিজের জাতির দেবদূত।' তিনি বিশ্বাস করতেন, সমস্ত সাহিত্যই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগে। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১.৪ অংশ)

৩। অনুবাদকর্ম কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকরণ প্রণালী অন্তর্গত নয়। কারণ প্রতিটি ভাষার বাক্যতত্ত্ব, বাগধারা, বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দের প্রকৃতি, পদান্বয় পদ্ধতির ব্যবহার আলাদা আলাদা। অনুবাদক তাই মূলত শব্দের স্তর, অন্বয়ের স্তর, এবং শব্দার্থের স্তর বিবেচনা করে অনুবাদের সঠিক কৌশল নির্বাচন করে উৎস পাঠের প্রতিটি ভাষাগত উপাদানকে যথাযথ ভাবে উদ্দিষ্ট পাঠে প্রকাশ করেন।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৫ অংশ)

৪। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ভাষার মানুষদের মধ্যে পারিবারিক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে সহজ করতে অনুবাদ অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম ।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তৈরি করুন। (দ্রষ্টব্য ১.৬ অংশ)

? ১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। অনুবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে লিখুন।

২। অনুবাদচর্চার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রকরণ প্রণালী সম্বন্ধে যা একটি নাতি দীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

*** *** ***